সংবাদ

তারিখ ... 14 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

আজ আরও উত্তাল হচ্ছে বুয়েট

■ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি আন্দোলনকারীরা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আজ আরও উত্তাল হচ্ছে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। অবস্থান ধর্মঘটের তিন দিনেও দাবি আদায় হয়নি আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। তাই আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটের সঙ্গে আজ পালন করা হবে ক্যাম্পাসের বাইরে মৌন মিছিল ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি। গতকাল রাতে শিক্ষক সমিতির জরুরি কার্যনির্বাহী সভা শেষে এ কর্মসূচি ঘোষণা দেয়া হয়।

সভা শেষে সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম সংবাদকে জানান, দাবি আদায় না হওয়ায় আমরা কাল (আজ) বেলা ১১টায় ক্যাম্পাস থেকে মৌন মিছিল নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যাব। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান শেষে আবার ক্যাম্পাসে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাব। এ ছাড়াও আমরা তাদের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করা হবে। তাতেও দাবি আদায় না হলে পরবর্তীতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে। এর আগে দুপুরে অবস্থান ধর্মঘটে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অচল অবস্থা নিরসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপাচার্যকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও 'আলোচনায় বসার কোন সুযোগ নেই' বলে সাফ জানিয়ে দেন শিক্ষক নেতারা। তবে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে কেউ আলোচনায় বসতে চাইলে তারা রাজি আছেন বলে জানান।

এ সময় শিক্ষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আতাউর রহমান বলেন, আমরা দুই বছর ধরে তাদের সঙ্গে আলোচনা

উত্তাল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

ভিসি ও প্রোভিসির পদত্যাগের দাবিতে গণস্বাক্ষর দিচ্ছে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা

উত্তাল : হচ্ছে বুয়েট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে আসছি। তাতে কাজ হয়নি। এখন আর কোন আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা রাতে শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বসব। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, পরবর্তী আন্দোলনকে কীভাবে আরও এগিয়ে নেয়া যায়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়টির ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই তাদের পদত্যাগ দাবি করলেও জীবন থাকতে কোন পদত্যাগ করব না' এমন হুঁশিয়ারি দেন উপাচার্য অধ্যাপক এসএম নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে আমরা এ বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাই। আলোচনার মাধ্যমেই এর সমাধান হতে পারে। টানা অসন্তোষের মধ্যে বুয়েটে শিক্ষকদের গণপদত্যাগের পরদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপাচার্যকে সরকারি বাসভবন গণভবনে তলব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় তার সঙ্গে বুয়েট উপ উপাচার্যসহ সিন্ডিকেট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার হঠাৎ করে রোববার ও ইদের ছুটি এগিয়ে আনলে বুধবার থেকে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে বুয়েট ক্যাম্পাস। ওইদিন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট শুরুর ঘোষণা দেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। এ দাবিতে একযোগে পদত্যাগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা। পরে ওই দিনই রাতে জরুরি সিন্ডিকেট সভায় বসেন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যসহ সিন্ডিকেট সদস্যরা। এ সভায় উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং পরে তা প্রত্যাখ্যান করেন আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে বুয়েটের শিক্ষক সমিতি এর আগে ৭ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিলে সমিতি আন্দোলন এক মাসের জন্য স্থগিত করেন।

তবে দাবি পূরণ না হওয়ায় ৭ জুলাই থেকে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করছিলেন শিক্ষকরা। এরপর তারা ১৪ জুলাই থেকে পূর্ণ কর্মবিরতির কর্মসূচির হুমকি দিলে ১১ জুলাই থেকে ছুটি ঘোষণা করেন উপাচার্য।